কালের কণ্ঠ

তারিখ ২৫ AUG 2017
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

ময়মনসিংহের গৌরীপুরের জলভুরুঙ্গা নদীতে নেই সেতু

ময়মনসিংহের গৌরীপুরের অচিন্তপুরে জলভুরুঙ্গা নদীতে এভাবেই ঝুঁকি নিয়ে সুতা টানা নৌকা দিয়ে নদী পার হয় শিক্ষার্থীরা। ছবি : কালের কণ্ঠ

জীবনবাজির স্কুলযাত্রা

নিয়ামুল কবীর সজল, ময়মনসিংহ ▷

প্রতিদিন দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিয়ে ময়মনসিংহের গৌরীপুরের অচিন্তপুর ইউনিয়নের জলভুরুঙ্গা নদী পার হয়ে দুটি বিদ্যালয়ে যাতায়াত করছে প্রায় ৩০০ শিক্ষার্থী। একটি মাত্র 'সুতায় টানা' নৌকা থাকায় শিক্ষার্থীরা সময়মতো বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারে না। নৌকায় ওঠানামা করতে গিয়ে ছোটখাটো দুর্ঘটনায়ও পড়ে। নৌকাডুবির মতো ঘটনাও প্রতি মাসে তিন-চারটি করে ঘটে। গত বছর জলভুরুঙ্গায় নৌকাডুবিতে প্রাণ হারায় পাঁচজন।

যাতায়াত, রোগী ও পণ্য আনা-নেওয়া করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে এলাকাবাসীও। তারা অচিন্তপুর ইউনিয়নে জলভুরুঙ্গা নদীতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি সেতু নির্মাণের দাবি জানিয়েছে। গৌরীপুরের আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য নাজিম উদ্দিন আহমেদ জাতীয় সংসদে প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে এ নদীতে দ্রুত একটি সেতু নির্মাণের দাবি জানান।

স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গৌরীপুর উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে অচিন্তপুর ইউনিয়ন। ইউনিয়নের শেষ প্রান্তে প্রশস্ত নদী জলভুরুঙ্গা। চৈত্র মাসেও এ নদীতে ১৫ থেকে ২০ হাত পানি থাকে। আর বর্ষাকালে তো কথাই নেই। নদীর অন্য পারের গ্রাম ভালুকাপুর। স্থানীয় ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার জন্য ভালুকাপুরে আছে একটি উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এপারের গ্রামগুলো থেকে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী নদী পার হয়ে বিদ্যালয় দুটিতে যায়।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, একটি মাত্র নৌকা আছে জলভুরুঙ্গা নদী পারাপারে। নৌকাটি সুতায় টানা। অর্থাৎ সুতা টেনে নৌকা চালাতে হয়। একটি নৌকা দিয়েই যাতায়াত করতে গিয়ে নানা ভোগান্তি পোহাতে হয় শিক্ষার্থীদের।

ভালুকাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. আব্দুল্লাহ জানান, তাঁর বিদ্যালয়ে প্রায় সাড়ে তিন শ শিক্ষার্থী। এর মাঝে অন্তত ১০০ শিক্ষার্থী নদীর ওপার থেকে আসে। এলাকাতে আর কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। তিনি বলেন, 'নৌকায় ওঠানামা করতে গিয়ে অনেক শিশু নৌকার নিচে পড়ে যায়। তাদের জামাকাপড় ও বইপত্র ভিজে যায়। ঝড়-তুফানের সময় শিশুরা ভয়ে বিদ্যালয়েই আসে না। অনেক সময় নৌকার কারণে শিশুরা ঠিকমতো ক্লাসে ও পরীক্ষায় আসতে পারে না। নদীতে কচুরিপানা ভেসে এলে নৌকা বন্ধ রাখতে হয়। দুই পাড়ে তখন অনেক মানুষ নৌকার অপেক্ষায় থাকে।'

ভালুকাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পবন চন্দ্র ধর জানান, তাঁর বিদ্যালয়ে প্রায় ৫০০ শিক্ষার্থী। এর মধ্যে অন্তত ২০০ শিক্ষার্থী ওপার থেকে আসে। বেশির ভাগই মেয়ে শিক্ষার্থী। তিনি বলেন, 'প্রায়ই নৌকা ডুবে যায়। শিক্ষার্থীরা সাঁতরে বা অন্য লোকের সাহায্যে তীরে উঠে আসে। তাদের বই-খাতা নষ্ট হয়ে যায়। কাপড়চোপড় ভিজে যায়।' তিনি জানান, গত বছর এখানে নৌকাডুবিতে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছিল। ঝড়-বৃষ্টির দিনে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আসতে চায় না। প্রতি মাসেই নৌকা ডুবে বা সুতার বাড়ি খেয়ে নৌকা থেকে পড়ে গিয়ে পাঁচ-ছয়জন ছেলে-মেয়ে আহত হয়।

ভালুকাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী সুবর্ণা আক্তার জানায়, প্রায় দুই মাস আগে সে নৌকা থেকে পড়ে গিয়েছিল। ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী রুবিনা জানায়, এক মাস আগে তার নৌকা ডুবে যায়। নৌকার ধাক্কায় সে পায়ে আঘাত পায়। একই বিদ্যালয়ের ছাত্র আশরাফুল খান জানায়, অনেক সময় নৌকা এদিক-ওদিক হয়ে গেলে সুতার ধাক্কা লাগে। তখন অনেক ছেলে-মেয়ে ছিটকে নদীতে পড়ে যায়।

গৌরীপুরের সংসদ সদস্য নাজিম উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'অচিন্তপুরে জলভুরুঙ্গা নদীতে সেতু না থাকায় দুই পারের বাসিন্দারা দুই ভুবনের বাসিন্দা। রোগী নিয়ে চলাচল, পণ্য আনা-নেওয়া, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে যাতায়াতে বিরাট সমস্যা হচ্ছে।' তিনি জানান, তিনি জাতীয় সংসদে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। ডিও লেটার দিয়েছেন। স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিইডি) কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন সেতুটি নির্মাণের ব্যাপারে।

ময়মনসিংহের এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মোশাররফ হোসেন জানান, অচিন্তপুরের জলভুরুঙ্গা নদীতে একটি সেতু নির্মাণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। সাইট ডিজিট ও মাটি পরীক্ষা হয়েছে। সব প্রক্রিয়ার পর এ বছরের শেষ নাগাদ সেতুটির নির্মাণকাজ শুরু হবে বলে তিনি আশা করছেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি. বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর